দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 10.1.83 ...
পৃষ্ঠা ... 6 কলাম ... 3 ...

038

মাদাম তেরেসা: দুস্থ মানবতার বন্ধু

তায়ফুরা মাসুম

মাদাম তেরেসা

যুগোশ্লাভিয়ার জন্মগ্রহণকারী ও ভারতে চারিটি মিশনারী সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা নোবেল বিজয়িণী মাদার তেরেসা বর্তমানে বাংলাদেশ সফর করছেন। আর্তের সেবায় নিবেদিতা মাদার তেরেসার এটি হচ্ছে তৃতীয় সফর। ইতিপূর্বে তিনি ১৯৭১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর এবং ১৯৮১ সালের ২১শে জানুয়ারীতে বাংলাদেশে এসেছিলেন। তিনি এবার, ৪ঠা জানুয়ারী প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেঃ এইচ এম এরশাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বাংলাদেশে মানবতার সেবামূলক কর্মকান্ড প্রসারের বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন।

উল্লেখ্য যে ৫২টি দেশে মাদার তেরেসার সোসাইটি পরিচালিত ১৪০টি দুঃস্থ কেন্দ্র রয়েছে। বাংলাদেশেও এ ধরনের ৬টি শিবির রয়েছে লেঃ জেনারেল এরশাদ এই সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের প্রশংসা করেন।

ঢাকায় ইসলামপুর, তেজগাঁও; টঙ্গী, খুলনা ও সিলেটের মিশনারীজের পাঁচটি কেন্দ্রে ১৩ জন ভারতীয়, ১৮ জন বাংলাদেশী সেবারত সিস্টার কাজ করছেন। এ সকল সিস্টার ভারতে সোসাইটির প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজের মাধ্যমে, শিক্ষা লাভ করেন।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশীদের ভারতস্থ শরণার্থী শিবিরগুলিতেও তাঁর সোসাইটি সেবামূলক তৎপরতা চালায়। মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলিতে শরণার্থী শিবিরবাসীদের চেতনা কী ছিল এ প্রশ্নের জবাবে মাদার তেরেসা বলেন, রাজনীতিতে ব্যয় করার মতো সময় আমাদের নেই। আমরা দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াবো মাত্র।

শুভ্র বসনে অতি সাধারণ সজ্জিতা অশীতিপর এই বিশ্ববিখ্যাত সমাজ কর্মী বলেন, নোবেল পুরস্কার আমি দরিদ্রজনের জন্যই গ্রহণ করেছি। এর সমুদয় অর্থ দরিদ্রের জন্য ব্যয়িত হয়েছে। নিজের ও সেবাব্রতদের সম্পর্কে তিনি বলেন, আমাদের নিজের জন্যে কিছুরই প্রয়োজন নেই।

মাদার তেরেসা বলেন, তাঁর সোসাইটির জন্মভূমি ভারত। ১৯৫০-এর ৭ই অক্টোবর এর প্রতিষ্ঠা হয়। বাংলাদেশের জনগণের ব্যাপারে তিনি বলেন আপন দেশভূমির গরীবজনকে জানাই বড় কাজ। এই জানার মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জিত হবে তা দরিদ্র জনগণের প্রতি হৃদয়ে করুণা মিশ্রিত ভালবাসার উদ্রেক করবেই।

নিজের সম্পর্কে তিনি বলেন, ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসাকে গরীব জনের প্রতি কর্তব্যে পরিণত করে কাজ করে যাচ্ছেন। যারা দরিদ্রতম তাদের শ্রদ্ধা করে, তাদেরই দেবতার আসনে বসিয়ে তিনি আরাধনার মতো সমাজকর্মে ব্রতী।

১৯২৮ সালে মাদার তেরেসা স্থায়ী মাতৃভূমি যুগোশ্লাভিয়া হতে মিশনারীর কাজে বের হন। এখন তাঁর জন্মস্থানসহ যুগোশ্লাভিয়ার ২টি স্থানে চারিটি সোসাইটির হোম স্থাপিত হয়েছে।

জর্দান সরকার তাঁকে অনারারী ডিগ্রী ও ভারত সরকার 'ভারত রত্ন' খেতাবে ভূষিত করেছেন। ১৯৭৯ সালে শান্তির জন্যে মাদার তেরেসা নোবেল শান্তি পুরস্কার অর্জন করেন।

তায়ফুরা মাসুম,
২১৮/সি, খিলগাঁ, ঢাকা।